ওই পাঁচজন হলেন সাঁথিয়া উপজেলার ছোন্দহ গ্রামের রাসেল হোসেন (২২) এবং বহাল বাড়িয়া পূর্বপাড়া গ্রামের রানা শেখ (৩১), শীলা খাতুন (২১), হোসেন আলী (১৮) ও দেলোয়ার হোসেন (৩৮)। তবে পুলিশ বলছে, হত্যাকান্ডের মূল পরিকল্পনাকারী আল-আমীন (৩০)। তিনি শীলা খাতুনের স্বামী। এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে আল-আমীন।পুলিশ সুপার মহিবুল ইসলাম খান বলেন, নিহত সেলিম মিয়া ও গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা পূর্বপরিচিত। গ্রেপ্তার হওয়া শীলা খাতুনের বাড়িতে যাতায়াত ছিল উপজেলার গোসাইপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সেলিম মিয়ার। এ থেকে শীলার সঙ্গে সেলিমের সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্দেহ করতে শুরু করেন তাঁর স্বামী আল-আমীন। একপর্যায়ে শীলা স্বামীকে বলেন, সেলিম তাঁকে বিভিন্ন সময়ে উত্যক্ত করেছেন। এ কথা জানার পর গ্রেপ্তার হওয়া অন্যদের নিয়ে সেলিমকে খুনের পরিকল্পনা করেন তিনি। পরিকল্পনা অনুযায়ী, তাঁরা ৯ জুন বিকেলে সেলিম মিয়ার অটোরিকশাটি বেড়ানোর কথা বলে ভাড়া নেন। উপজেলার ক্ষেতুপাড়া ইউনিয়নের কালুকাটা গ্রামের একটি নির্জন মাঠে যান। সেখানে সেলিম মিয়াসহ সবাই মিলে গাঁজা সেবন করেন। নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে রাত নয়টার দিকে সেলিমকে পিটিয়ে ও পায়ের রগ কেটে হত্যা করেন গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা। পরে তাঁরা সেলিমের অটোরিকশাটি ৩১ হাজার ৫০০ টাকায় বিক্রি করে দেন। সেই টাকা ভাগাভাগি করে নেন সবাই।১০ জুন সকালে কালুকাটা গ্রামের ওই মাঠ থেকে সেলিমের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় তাঁর বাবা তোফাজ্জল হোসেন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে হত্যা মামলা করেন।পুলিশ বলছে, ঘটনার পর পাবনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) মাসুদ আলম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বেড়া সার্কেল) জিল্লুর রহমান ও সাঁথিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসিফ মোহাম্মদ সিদ্দিকুল ইসলামকে নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়। পুলিশ সুপারের নির্দেশনা অনুযায়ী দলটির সদস্যরা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রথমে ঢাকার ধামরাই থেকে রাসেল হোসেন ও রানা শেখকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁদের দেওয়া তথ্যর ভিত্তিতে অন্যদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা পাবনার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে খুনের ঘটনার বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। পুলিশ সুপার মহিবুল ইসলাম খান বলেন, হত্যাকান্ডের মূল পরিকল্পনাকারী আল-আমীন। তিনি ঘটনার পর থেকে গা ঢাকা দিয়ে আছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

৫ আসামির জবানবন্দি, অটোরিকশা ছিনতাইয়ের জন্যই খুন করা হয় চালককে

পাবনার চাটমোহর উপজেলার অটোরিকশাচালক কিশোর ইমন হাসান (১৬) খুনের ঘটনায় আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন মামলার পাঁচ আসামি। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে চাটমোহর থানা চত্বরে প্রেস ব্রিফিং করে জেলা পুলিশ সুপার মহিবুল ইসলাম খান এ তথ্য জানান।

পুলিশ জানায়, ইমনের অটোরিকশাটি ছিনতাইয়ের জন্যই তাকে খুনের পর তার হাত-পা বাঁধা লাশ বিলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল বলে আদালতে স্বীকার করেছেন আসামিরা। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে গতকাল বুধবার রাতে খুনের ঘটনায় জড়িত পাঁচ ছিনতাইকারীকে চাটমোহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর আজ বৃহস্পতিবার সকালে তাঁরা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন চাটমোহরের মির্জাপুর গ্রামের নুরুজ্জামান মন্ডল (৩৪), হৃদয় হোসেন (১৯), সেলিম হোসেন (১৯), হুমায়ুন কবির (২০) ও রাকিবুল ইসলাম (১৯)।পুলিশ সুপার মহিবুল ইসলাম খান বলেন, লাশটি উদ্ধারের পরই অতিরিক্ত পুলিশ সুপার স্নিগ্ধ আখতারের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়। পরে এই দলের সদস্যরা খুনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। পরে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে চাটমোহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে পাঁচ ছিনতাইকারীকে আটক করা হয়।

পরে তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিনতাইকৃত অটোরিকশাটিও উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সকালে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতে হাজির করা হলে তাঁরা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। পরে তাঁদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

জবানবন্দির বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, ঘটনার দিন চাটমোহরের মান্নানগর এলাকা থেকে ছিনতাইকারীরা যাত্রীবেশে ইমনের অটোরিকশায় ওঠেন। তাঁদের গন্তব্য ছিল চাটমোহর উপজেলা সদর। কিন্তু রাতে নির্জন রাস্তা পেয়ে তাঁরা ইমনকে হত্যা করে হাত-পা বেঁধে লাশ বিলে ফেলে দেন। পরে ইমনের অটোরিকশাটি নিয়ে বিক্রির জন্য তাঁরা সিরাজগঞ্জে চলে যান।

পুলিশ সুপার বলেন, যাত্রীবেশে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনা পুরোনো নয়। তবে ছিনতাইকারীর এই চক্র নতুন। ফলে তারা অনেক কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। সড়কে এ ধরনের ছিনতাই বন্ধ করতে পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। অন্যদিকে ছিনতাই রোধে যাত্রী বহনের ক্ষেত্রে চালকদেরও সতর্ক থাকতে আহ্বান জানান তিনি।

ঈশ্বরদীতে ব্যবসায়ী শাকিল হত্যাকান্ডের মূলরহস্য উদ্‌ঘাটন এবং ঘটনার সহিত জড়িত ০২ জন আসামী আটক।

গত ২৮/০৫/২০২১ তারিখ রাত্রী অনুমান ১০.৩০ ঘটিকার সময় ঈশ্বরদী থানা পুলিশের নিকট সংবাদ আসে যে, ঈশ্বরদী থানাধীন রূপনগর কলেজপাড়া মহল্লায় জনৈক আহসান হাবীব এর বাড়ীর ২য় তলার ভাড়াটিয়া শাকিল আহমেদ (৩৫), পিতা-মোঃ ইব্রাহিম হোসেন প্রাং, সাং-দুবলাচারা (পতিরাজপুর), থানা-ঈশ্বরদী, জেলা-পাবনা খুন হইয়াছে। পুলিশ উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পান যে শাকিলের মরদেহ তাহার শয়ন কক্ষের বিছানার উপরে চিৎ অবস্থায় পরে আছে এবং তাহার স্ত্রী মোছাঃ মিম খাতুন (২০) শাকিলের মৃতদেহের পার্শ্বে বসে আছে। মৃতের স্ত্রী মিম জানান রাত্রী অনুমান ০৮.০০ ঘটিকার সময় ০২জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি শাকিলের ভাড়া বাসায় আসিয়া শাকিলকে ডাকাডাকি করিলে শাকিলের স্ত্রী মিম ঘরের দরজা খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতনামা আসামীদ্বয় জোরপূর্বক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মিমকে পরপর ০২টি থাপ্পর মারে এবং বুকের নিচে একটি লাথি মারিলে মিম অজ্ঞান হয়ে যায়। শাকিলের স্ত্রী ইং-২৮/০৫/২০২১ তারিখ রাত্রী অনুমান

০৯.০০ ঘটিকার সময় জ্ঞান ফিরে দেখতে পায় তাহার হাত,পা ও মুখ কাপড় দ্বারা বাঁধা এবং ঘরের দরজা বাহির থেকে আটকানো। মিম তার হাত-পা বাঁধা অবস্থায় প্রতিবেশিদের সাহায্য পাবার আশায় প্রায় একঘন্টা যাবত দুই পা দিয়ে ঘরের দরজা ও ওয়ারড্রবে লাথি মারিয়া শব্দ করিতে থাকে। রাত্রী অনুমান ১০.০০ ঘটিকার সময় উক্ত বাড়ীর মালিকের স্ত্রী মোছাঃ নাজমা বেগম ২য় তলায় শব্দ শুনিয়া শাকিলের দরজার নিকট গিয়ে দেখতে পান যে ঘরের দরজার বাহির থেকে ছিটকিনি লাগানো। তাহা দেখিয়া নাজমা বেগম শাকিলের ঘরের দরজার ছিটকিনি খুলিয়া দরজার পার্শ্বে শাকিলের স্ত্রী মিম হাত,পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় পরে থাকতে দেখেন। তখন নাজমা বেগম মিমের হাত পায়ের বাঁধন খুলে দেন এবং চিৎকার করিয়া প্রতিবেশিদের ডাকেন। শাকিলের শয়ন কক্ষে গিয়া খাটের বিছানার উপর শাকিলের মৃতদেহ চিৎ অবস্থায় পরে থাকতে দেখেন। শাকিলের মৃতদেহের ডান কাঁধের উপরে সামান্য ছেলা জখম ব্যতীত অন্যকোন জখম দেখা যায় নাই। এই ঘটনার বিষয়ে মৃত শাকিলের মামা মোঃ কোরবান আলী বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামীদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলা তদন্তে ব্যপক অভিযান শেষে আসামী মিম ও সাব্বিরকে গ্রেফতার করা হয়। সাব্বির এর নিকট থেকে মিম এর কথা বলার উক্ত গোপন মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করা হয়। মিম এর দোষস্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারায় বিজ্ঞ আদালতে রেকর্ড করা হইয়াছে। এই ঘটনার সহিত আরো কোন আসামী জড়িত আছে কি না, তাহা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আসামী সাব্বির কে চারদিনের পুলিশ রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে মামলাটি তদন্ত সমাপ্ত করে বিজ্ঞ আদালতে অভিযুক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়।

৩৬ ঘন্টার মধ্যে চাঞ্চল্যকর মালঞ্চী বাজারে সংঘটিত ডাকাতি মামলার রহস্য উদঘাটন, ডাকাত দলের ০৭ জন সদস্য গ্রেফতার।

৩৬ ঘন্টার মধ্যে চাঞ্চল্যকর মালঞ্চী বাজারে সংঘটিত ডাকাতি মামলার রহস্য উদঘাটন, ডাকাত দলের ০৭ জন সদস্য গ্রেফতার, ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত অস্ত্র ও লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার। পাবনা সদর থানাধীন মালঞ্চী বাজারে গত ইং-২৪/০৮/২০২১ তারিখে রাত্রী অনুমানিক-০১.০০ ঘটিকায় বাজারের নাইট গার্ডদের বেঁধে রেখে ডাকাত দল পর পর ০৪টি দোকানের তালা ভেঙ্গে নগদ টাকা, স্বর্নালংকার, ফ্রিজ, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন সহ প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার মালামাল লুন্ঠন করে নিয়ে যায়। এ সংক্রান্তে পাবনা সদর থানার মামলা নং-৯৩, তারিখ-২৪/০৮/২০২১, ধারা-৩৯৫/৩৯৭ (পেনাল কোড) রুজু হয়। পুলিশ সুপার, জনাব মোহাম্মদ মহিবুল ইসলাম খান,বিপিএম, পাবনা মহোদয়ের নির্দেশনা ও প্রত্যক্ষ তত্তাবধানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) জনাব মোঃ মাসুদ আলম এর নেতৃত্বে অতিঃ পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জনাব রোকনুজ্জামান সরকার, পাবনা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ, আমিনুল ইসলাম ও এসআই(নিঃ) অসিত কুমার বসাক সহ জেলা গোয়েন্দা শাখার একটি চৌকশ টিম একযোগে পাবনা, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুর ও ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ডাকাত সর্দার মোঃ আমিরুল ইসলাম সহ ডাকাত দলের ০৭ জন সদস্যকে গ্রেফতার করেন এবং তাদের দেওয়া তথ্য মতে অভিযান পরিচালনা করে সিরাজগঞ্জের শাহাজাদপুর, বেলকুচি এবং গাজীপুর থানা এলাকা হতে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত পিকআপ ও সিএনজি আটক করে এবং লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করে। এ সময় ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য মাহাতাব এর দেখানো মতে তার নিজ বাড়ি থেকে দুইটি তাজা গুলি সহ একটি শাটারগান উদ্ধার করেন।

অস্ত্র তৈরীর কারিগর গ্রেফতার

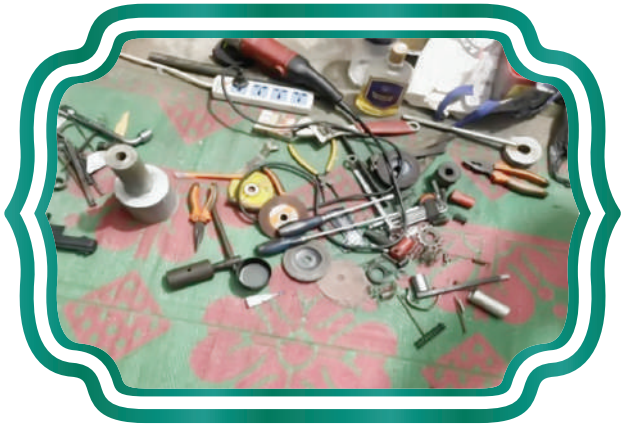

অস্ত্র তৈরীর সরঞ্জাম পাবনা

অবৈধ বালি উত্তোল রোধে জেলা পুলিশ পাবনা

বালি উত্তোলনে ব্যবহৃত মেশিন

জেলা পুলিশ, পাবনা
প্রেস ব্রিফিং
চাটমোহর থানা, পাবনা
BANGLA NEWS

সিরাজগঞ্জ জেলা

নবরত্ন মন্দির, সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ জেলার পটভূমি

সিরাজগঞ্জ জেলা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। ১৯৮৪ সালে জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ১৭৮৬ থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে সিরাজ আলী চৌধুরী নামে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন সোহাগপুরে। ১৭৮৭ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিসের কাছ থেকে বড় বাজু পরগনার সাত আনা হিস্যা সিরাজ আলী চৌধুরী 'সিরাজগঞ্জ জমিদারী' নামে পত্তনী লাভ করেন। তার নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় সিরাজগঞ্জ। উপজেলার সংখ্যানুসারে সিরাজগঞ্জ বাংলাদেশের একটি "এ" শ্রেণীভুক্ত জেলা।

আয়তন ঃ

এ জেলার আয়তন ২৪৯৭.৯২বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যাঃ মোট ৩২,২০,৮১৪ জন (পুরুষঃ ১৬,১৩,১৭৩ জন, মহিলা ১৬,০৭,৬৪১ জন)।

উপজেলার সংখ্যা ঃ

উপজেলা ০৯ টি, থানা ১২ টি এবং পৌরসভা ০৬ টি। ইউনিয়নের সংখ্যা: ৮৩ টি, গ্রামের সংখ্যা: ২,১৮০ টি

তাঁতশিল্প এ জেলাকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করেছে। বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু এবং সিরাজগঞ্জ শহররক্ষা বাঁধের অপূর্ব সৌন্দর্য এ জেলাকে পর্যটনসমৃদ্ধ জেলার খ্যাতি এনে দিয়েছে। যমুনা, বড়াল, ইছামতি, করতোয়া, হুরাসাগর, গোহালা, বাঙ্গালী, গুমনী এবং ফুলঝুড়ি এ জেলার প্রধান নদ-নদী।

দর্শনীয় স্থান

১. **রবীন্দ্র কাচারী বাড়ী ঃ** সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের একটি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় পুরাকীর্তি হচ্ছে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শাহজাদপুরের কাচারিবাড়ী। এটি রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক জমিদারি তত্ত্বাবধানের কাচারি ছিল। তারও পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটি নীলকরদের নীলকুঠি ছিল। সে কারনে এখনও অনেকে একে কুঠিবাড়ী বলে। রবীন্দ্রনাথ এখানকার প্রকৃতি ও মানুষের বিচিত্র জীবন প্রবাহের সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হন। রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ থেকে ১৮৯৬ মোট ৭ বছর জমিদারির কাজে শাহজাদপুরে আসা-যাওয়া এবং অবস্থান করেছেন।

২. **নবরত্ন মন্দির ঃ** রামনাথ ভাদুড়ী মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে ১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মান করা হয়েছিল। হিন্দু স্থাপত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন কারুকার্যমন্ডিত নবরত্ন মন্দিরটি ৩ তলা বিশিষ্ট।

৩. **ধুবিল কাটারমহল জমিদার বাড়ি ঃ** আনুমানিক ১৮৪০ খ্রিঃ সনে তৈরী করা হয়েছিল।

৪. **ইলিয়ট ব্রীজ ঃ** ইলিয়ট ব্রিজ সিরাজগঞ্জ শহরের কাটাখালের উপরে লোহা ও সিমেন্টের সমন্বয়ে তৈরী । ১৮৮২ সালে ইংরেজ এসডিও মিঃ বিটসন বেল আই, সি, এস বাংলার তৎকালিন ছোটলাট স্যার আলফ্রেড ইলিয়ট সাহেবের নামানুসারে এই ব্রিজ তৈরী করেছিলেন। ব্রীজটির বিশেষত্ব্য হলো- এটি পিলার বিহীন ব্রীজ।

৫. **বঙ্গবন্ধু সেতু ঃ** যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতুটি ১৯৯৪ সালের ১৫ অক্টোবর এর কাজ শুরু হয় এবং ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। মোট দৈর্ঘ্য ৪.৮ কিমি প্রস্থ ১৮.৫ মিটার।

সিরাজগঞ্জ জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন অফিসার"গণের পরিচিতি ঃ

জনাব হাসিবুল আলম, বিপিএম
পুলিশ সুপার, সিরাজগঞ্জ।

জনাব মোঃ নূর আলম সিদ্দিকী
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ)

জনাব মোছাঃ ফারহানা ইয়াসমিন
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ডিএসবি,

জনাব মোঃ জসিম উদ্দীন চৌধুরী, পিপিএম-সেবা
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সিরাজগঞ্জ সার্কেল

জনাব হাসিবুল ইসলাম
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, শাহ্জাদপুর সার্কেল

জনাব মোঃ শরাফত ইসলাম
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর)

জনাব ইমরান রহমান
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রায়গঞ্জ সার্কেল

জনাব মোঃ শাহীনুর কবির
সহকারী পুলিশ সুপার, কামারখন্দ সার্কেল

জনাব মোঃ মাহ্ফুজ হোসেন
সহকারী পুলিশ সুপার, উল্লাপাড়া সার্কেল

জনাব সিদ্দিক আহমদ
সহকারী পুলিশ সুপার, বেলকুচি সার্কেল

জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ
নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, সদর কোট

জনাব মোঃ শাহিদ মাহমুদ খান
অফিসার ইনচার্জ, শাহ্জাদপুর থানা

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম
অফিসার ইনচার্জ, সিরাজগঞ্জ থানা

জনাব পঞ্চনন্দ সরকার
অফিসার ইনচার্জ, কাজিপুর থানা

জনাব মোঃ আঃ কাদের জিলানী
অফিসার ইনচার্জ, সলঙ্গা থানা

জনাব মোঃ হুমায়ন কবির
অফিসার ইনচার্জ, উল্লাপাড়া মডেল থানা

জনাব মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন
অফিসার ইনচার্জ, বঙ্গবন্ধু পশ্চিম থানা

জনাব মোঃ ফজলে আশিক
অফিসার ইনচার্জ, তাড়াশ থানা

জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম
অফিসার ইনচার্জ, চৌহালী থানা

জনাব মোহাঃ শহিদুল ইসলাম
অফিসার ইনচার্জ, রায়গঞ্জ থানা

জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা
অফিসার ইনচার্জ, বেলকুচি থানা

জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ
অফিসার ইনচার্জ, কামারখন্দ থানা